بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর কার্লসরূহে-তে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৫ জুন, ২০১৫, মোতাবেক ৫ এহসান, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ জার্মানী জামা'তের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে, যেখানে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত সেখানে, এমন জলসার আয়োজন আহমদীয়া জামা'তের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এমন এক যুগও ছিল, যখন বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি খরচের কারণে ভারতে বসবাসকারীদের জন্য কাদিয়ান আসাও অনেক কঠিন ছিল, বরং অনেকের জন্য তা সম্ভবই ছিল না। এজন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তের সদস্যদের এই তাহরীক করেন যে, 'এই উদ্দেশ্যে সারা বছর কিছু না কিছু জমা করতে থাকুন, যেন জলসা সালানার জন্য পথ খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায়।' **(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২)**

বিভিন্ন জলসায় অংশগ্রহণ ও এর গুরুত্ব

তবে এখন আমরা লক্ষ্য করছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নত দেশগুলোতে, বরং এমন অনেক দেশেও, যেখানে জামা'ত বড়, সেখানে যেসব জলসা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব বাহন এবং গাড়ীর সংখ্যাই এত বেশি হয় যে, আয়োজকদের গাড়ী পার্কিং-এর জন্য যে স্থান নির্ধারণ করতে হয়, তাও বেশ কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তা করতে হয়। আপনাদের অনেকেই এমন রয়েছেন, যাদের পূর্বপুরুষগণ নিজেদেরকে কষ্টে নিপতিত করে এবং কষ্ট সহ্য করেই জলসায় যেতেন। প্রতি বছর জলসায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা রাখা সত্ত্বেও অনেকের জন্যই হয়তবা তা সম্ভব হত না। কিন্তু আপনাদের কেউ কি কখনও একথা চিন্তা করেছেন, এখন সফরের যে সুযোগ-সুবিধা আপনারা লাভ করছেন, এক্ষেত্রে এত স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পর এবং এত সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হওয়ার পর এটি কি আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার এবং ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করার কারণ হয়েছে? আমাদের পূর্বপুরুষের যে ঈমান ছিল, আর খোদা তা'লার সাথে তাদের যে সম্পর্ক ছিল, আমরা কি সেই মানে উপনীত হতে পেরেছি? সে যুগের বুযূর্গদের অনেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ পাওয়ার পরও, তাঁকে মানার পরও এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, যেমনটি আমি বলেছি- আর্থিক অনটনের কারণে সফর করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যেতে পারেন নি। কিন্তু আজ যেসব দেশের জলসায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক নগণ্য দাস ও খলীফা অংশ নেয়, তাতে অংশগ্রহণের জন্য মানুষ বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ খরচ করে হলেও পৌঁছে যায়। আমার সামনেও এমন অনেকেই এখন বসে আছেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক এমন মানুষও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা জানার

উদ্দেশ্যে এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য চলে আসেন, যারা এখনও তাঁর (আ.) প্রতি ঈমান আনেন নি। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী জগতময় অনেক দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ছে, একথা একদিকে যেমন আনন্দদায়ক অপরদিকে সেসব জ্যেষ্ঠদের সন্তানদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণের প্রতিও মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক রক্ষা, নিজেদের ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছি। আমাদের জ্যেষ্ঠদের পুণ্যের মানের তুলনায় আমাদের পরিবারে যদি এক্ষেত্রে দ্রুত অধঃপতন ঘটতে দেখা যায়, তাহলে আমাদের অবস্থা উদ্বেগজনক, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য মূল্যহীন। আমরা জাগতিক ধন-সম্পদ অর্জন করছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের ধর্মের ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে। আর এরূপ অবস্থায় এমন এক সময় আসে, যখন মানুষ জগতপূজায় নিমগ্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে ফেলে। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়ে শয়তানের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। এমন লোকদের জন্য জলসায় আগমন তখন নিছক একটি লৌকিকতায় রূপ নেয়।

অতএব, আমাদের প্রত্যেকের এই চেষ্টা করা উচিত, **জলসায় অংশগ্রহণ** যেন আমাদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে নিজেদের মাঝে **বিপ্লব সাধনকারী** হয়, আমাদের যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য আমাদেরকে যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজীর উত্তরাধিকারী বানায়। আমরা যেন সর্বদা এই দোয়া এবং চেষ্টা করতে থাকি যে, কখনও আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন খোদা তা'লার শাস্তির পাত্র না হই। আমরা যেন আমাদের জ্যেষ্ঠদের আকাঙ্ক্ষা ও দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারি। তেমনিভাবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে, আর আল্লাহ্ তা'লাই সেই সত্তা যিনি মানুষের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, চতুর্দিকের মানুষকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিচ্ছেন। তারা নিজেদের ঈমানে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করতে এই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ককে নিবিড় করতে চান। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তারা যেন এই জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যও পূর্ণ করতে পারেন এবং তাদের হৃদয়ও যেন উন্মুক্ত হয় আর উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হতে থাকে। জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্য হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আর তা হল, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং নিজেদের জীবনকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী গড়া, নিজেদের ভাইয়ের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৃথিবীময় প্রচারের চেষ্টা করা। এসব বিষয় আমাদের কাছে নিজেদের সব অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান অনুযায়ী সাজানোর এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার দাবি করে।

অতএব, এই জলসা জাগতিক কোন মেলাও নয় আর জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির কোন মাধ্যমও নয়। এখানে আগমনকারীদের প্রথমতঃ সর্বদা যিক্‌রে ইলাহীর প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। কেননা, এটি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার ক্ষেত্রে এবং তাঁর কৃপারাজী অর্জনের জন্য

অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, সর্বদা একথা মনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেসব সৎকাজের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সেসব পুণ্য অর্জনকারী ও অবলম্বনকারী হই আর এরপর সেগুলোকে নিজেদের জীবনের চিরস্থায়ী অংশ বানিয়ে নেই।

যিকরে ইলাহী সম্পর্কে একথাও বলতে চাই যে, বিভিন্ন বৈঠক বা সমাবেশে যারা বসে, যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে নিজের মত করে যিক্‌র করছে, তথাপি সামগ্রিকভাবে এটি জামা'তী বৈশিষ্ট্য রাখে। এতে একদিকে যেমন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে থাকে, তেমনি সমষ্টিগতভাবেও তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজী অর্জন করার মাধ্যম হয়।

অতএব, জলসার অনুষ্ঠান শ্রবণকালে এবং চলাফেরার সময় এ দিনগুলো যিক্‌রে ইলাহীতে অতিবাহিত করুন। এর ফলে আরেকটি লাভ হয়। তা হল, কোন মজলিসে যখন মানুষ এভাবে যিক্‌র করতে থাকে তখন অন্যদেরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তারাও পরস্পরকে দেখে নিজেদের এই দিনগুলোকে মূল লক্ষ্য অর্জনকারীতে পরিণত করার চেষ্টা করে। অযথা আসর বসানো ও নিরর্থক আলাপচারিতার পরিবর্তে প্রত্যেকের উচিত এ দিনগুলোকে উদ্দেশ্য অর্জনকারী বানানোর চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই দিনগুলোতে রপ্ত অভ্যাসের প্রভাব পরবর্তীতেও অন্তত কিছু সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর মানুষের মনোযোগ যদি এদিকে নিবদ্ধ থাকে তাহলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর প্রভাব থাকে।

অতএব, এটি বার্ষিক জলসারই কল্যাণরাজি, এক ব্যক্তির দোয়া স্বয়ং তাকেও লাভবান করে আর জামা'তের সামগ্রিক উন্নতিরও কারণ হতে থাকে। আবার একইভাবে অন্যদেরকেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগী করা এবং জলসার বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে অর্জন করার কারণ হতে থাকে। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে পন্থা বাতলে দিয়েছেন এবং আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা রেখেছেন, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর উচিত এ দিনগুলোতে সেভাবে অতিবাহিত করা। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করুন। আর দ্বিতীয়তঃ নিজেদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করুন। নিজ ভাইদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। কারও মাঝে যদি তিক্ততা থেকেও থাকে, তাহলে এখানে জলসায় এসে তা দূর করার চেষ্টা করুন। আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করব এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হব, প্রকৃত অর্থে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৃথিবীতে পৌঁছানোর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারব। কিন্তু এসব পথ অতিক্রম করার জন্য পরিশ্রমও করতে হয়। এজন্য পরিশ্রম হল অন্যতম শর্ত। এই জলসার আয়োজন এ জন্যই করা হয় যে, আধ্যাত্মিক পরিবেশে পুণ্যের আলোচনা শুনে এবং যিক্‌রে ইলাহী করে আমাদের মাঝেও যেন সেসব চিরস্থায়ী অভ্যাস গড়ে উঠে, যা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পানে ধাবিত করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "এই পৃথিবী কয়েক দিনের মাত্র আর এটি নশ্বর এক জায়গা। আর এর অভ্যন্তরেই এর ধ্বংসের উপকরণ কার্যকর রয়েছে। সেটা নিজ কাজে সক্রিয়, কিন্তু তা বুঝা যায় না। তাই, খোদার পরিচয় লাভের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

খোদা তা'লাকে পাবার আনন্দ সে-ই লাভ করে, যে তাঁকে শনাক্ত করতে পারে। আর যে তাঁর প্রতি সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে অগ্রসর হয় না, তাঁর দোয়া অনায়াসে কবুল হয় না এবং অন্ধকারের কোন না কোন অংশ তার মাঝে থেকেই যায়। যদি খোদা তা'লার প্রতি সামান্য অগ্রসর হও, তাহলে তোমাদের প্রতি তিনি এর চেয়েও বেশি অগ্রসর হবেন। কিন্তু প্রথমে তোমাদের পক্ষ থেকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।"

তিনি (আ.) আরও বলেন, "অনেকে অভিযোগ করে, আমরা সব সৎকাজ করেছি, নামাযও পড়েছি, রোযাও রেখেছি, সদকা-খয়রাতও দিয়েছি, চেষ্টা-সাধনাও করেছি, কিন্তু আমাদের কোন কিছুই লাভ হয় নি। এমন লোকেরা চরম হতভাগা। কেননা, তারা খোদা তা'লার রবুবিয়্যত-এ ঈমান রাখে না, আর তারা সব কর্ম খোদা তা'লার জন্যও করে না। যদি খোদা তা'লার জন্য কোন কাজ করা হয়, তাহলে তা বৃথা যাবে, আর খোদা তা'লা ইহজীবনে তার প্রতিদান দিবেন না– এটি অসম্ভব।" **(মলফুযাত: ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৯ ও ২৩০)**

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য আমাদেরকে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর ইবাদতও করতে হবে আর তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমলও করতে হবে। আমাদের কাজ যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে আমরা তাঁর কৃপারাজি অর্জনকারী হব। আমাদেরকে জাগতিক অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজ মনোনীত ও প্রিয়দের প্রেরণ করতে থাকেন। এটি তাঁর অপার অনুগ্রহ, আর আমাদের সৌভাগ্য, আমরাও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই যুগে প্রেরিত-পুরুষকে মেনেছি, যিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং ধর্মের প্রতি ভালোবাসার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আর এর উপর চলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যিনি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী এই সৃষ্টির অধিকার প্রদান করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত, এবং জাতিগত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন এবং আমাদের ব্যবহারিক এবং বিশ্বাসগত অবস্থা সংশোধনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

অতএব, আমরা তাঁর হাতে বয়আত করার পরও এসব বিষয়ের প্রতি যদি মনোযোগ না দেই, তাহলে আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছি না। নবীরা নিজ অনুসারীদের মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদের অবস্থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেয়ার জন্য আগমন করে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা দিব্য-দর্শনে দেখিয়েছেন যে, তিনি নতুন যমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি বলেন, চল, মানুষ সৃষ্টি করি। **(তাযকেরা, পৃ: ১৫৪, ৪র্থ সংস্করণ, চশমায়ে মসীহ, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫-৩৭৬ এর পাদটিকা)**

এই নতুন যমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি করা আর মানুষ সৃষ্টি করা হল সেই বিপ্লব, যা তাঁর অনুসারীদের মাঝে সৃষ্টি করার কথা ছিল। নতুন যমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি করার সবচেয়ে বেশি এবং পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সমাহার আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্তায় দেখতে পাই। কীভাবে তিনি নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তা লক্ষ্য করুন, তিনি একত্ববাদের শত্রুদের-ই একত্ববাদের

উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত আর এক খোদার অস্বীকারকারী ছিল, তারাই 'আহাদ-আহাদ' বলে উপর্যুপরি সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করেছে। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু একত্ববাদকে অস্বীকার করেন নি। খোদা তা'লার কোন ধারণাই যাদের মাঝে ছিল না, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে অবতীর্ণ হন যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং যিক্‌রে ইলাহী তাদের কাছে বাহ্যিক খাদ্যের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ আহার্যে পরিণত হয়।

তারা তখন দিনকে রোযায় এবং বিভিন্ন নফলের মাধ্যমে রাত কাটাতে আরম্ভ করে দেয়। তাদের স্ত্রীরাও ইবাদতের আগ্রহ এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার জন্য রাতে নিজেদের ঘুমকে হারাম করে দিল। আর ইবাদতের জন্য তারা নিজেদের ঘুমকে দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করত। যেমন এক সাহাবীয়া সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি ছাদের সাথে একটি রশি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হয়ত সেটি ধরে রাখতেন বা যার ঝাঁকুনিতে তিনি সজাগ হয়ে যেতেন। **(সহীহ্ বুখারীঃ কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, বাব মা ইউকরিহু মিনাত্ তাশদীদে ফীল ইবাদাতি, হাদীস নম্বর-১১৫০)**

পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মান এমন ছিল যে, নিজেদের সম্পদ পর্যন্ত নিজেদের ভাইদেরকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বরং উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু অপর দিকে যাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তাদের মাঝেও এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তারা বলে, তোমাদের সম্পদ তোমাদেরই থাক, আমাদেরকে শুধু বাজারের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ' বাব মা জাআ ফী কাওলিল্লাহি আয্‌যা ওয়া জাল্লা, হাদীস নম্বর ২০৪৯)**

কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে নিজের উপার্জন খাওয়া শ্রেয়। সততা এবং বিশ্বস্ততার এমন মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এক মুসলমান ১০০ দিনার দিয়ে গ্রাম থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করে আনে। যখন সেই ঘোড়াটি সে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনে তখন অপর এক মুসলমান বলে, এই ঘোড়াটি তো খুবই উন্নত জাতের। আমার মনে হচ্ছে, এর মূল্য দুই বা তিন শত দিনার। তখন ঘোড়ার মালিক বলল, এই ঘোড়ার মূল্য একশ' দিনার। আমি অতিরিক্ত মূল্য কীভাবে নিতে পারি। **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩১৮)**

সেসব লোক, যারা সম্পদের প্রতি লালায়িত ছিল, আর বেশি উপার্জনের জন্য প্রতারণার মাধ্যমেও সম্পদ হরণ করে নিত, তারাই সততার এমন মানে পৌঁছেছে যে, তারা বলে, আমি এত বেশি মূল্য কীভাবে নিতে পারি। এরাই হল সেসব ব্যক্তিত্ব, যারা এমন উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি সেই পরিবর্তন, যা মহানবী (সা.) সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি (সা.) নারীর অধিকারও প্রদান করেছেন, তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজে তাদের অনন্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন, এমন সমাজ, যেখানে নারীর কোন সম্মানই ছিল না। এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা পূর্বে ছিল বরং এখনও আছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

এই একই বিষয়ে বর্তমান সমাজ এবং পূর্বের সমাজের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করেন। বর্তমান সমাজে পুরুষরা অনেক

স্লোগান দেয়, আমরা নারীর অধিকার প্রদান করেছি। কিন্তু বাস্তবতা হল, প্রাচীন সমাজে পুরুষ নারীকে কষ্ট দিত, মারধর করত আর মনে করত, মারধর করা বৈধ। আর আজও পুরুষ অতীতের মতই নারীকে মারধর করে। ইউরোপেও এমন হয় আর অন্যান্য দেশেও নারী স্বাধীনতার পক্ষে যারা অনেক স্লোগান দিয়ে থাকে সেখানেও এমনটি হয়ে থাকে। অনেক উকিল হয়তবা আমার সামনে বসে আছেন তারা জানেন, এমন কেসও আসে। কিন্তু পার্থক্য হল, এখন এসবকিছু করার পরও পুরুষরা বলে, নারীকে কষ্ট দেয়া এবং মারধর করা বৈধ নয়। পূর্বেও কষ্ট দিত, মারধর করত এবং তাদের অধিকার খর্ব করত কিন্তু তারা এসব করত বৈধ মনে করে। আর এখনও এসব কিছুই করে, আর পাশাপাশি এই স্লোগানও দেয়, এমনটি করা বৈধ নয়। অর্থাৎ, কাজ তাই করে, কিন্তু বাহ্যিক স্বীকারোক্তি পাল্টে গেছে। **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩১৬-৩১৭)**

তাই, সব ক্ষেত্রে আমরা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এক বিপ্লব সাধিত হতে দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, **"পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষকে তিনি প্রথমে মানুষ বানিয়েছেন, এরপর শিক্ষিত বা নীতিবান মানুষ বানিয়েছেন এবং এরপর আল্লাহ্-ওয়ালা বা খোদাপ্রেমী মানুষ বানিয়েছেন।"** **(লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েনঃ ২০তম খণ্ড, পৃ. ২০৬)**

মোটকথা, এটি একটি মহান নিদর্শন, যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। খোদাপ্রিয় এই মানুষেরা তাদের প্রতিটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আরম্ভ করে। অতএব, এটিই নতুন যমিন ও নতুন আসমান ছিল, যা মহানবী (সা.)-এর আগমনে সৃষ্টি হয়েছে। আর বর্তমান যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান দাসকে খোদা তা'লা বলেছেন, তুমি নতুন পৃথিবী এবং নতুন আকাশ সৃষ্টি কর। মহানবী (সা.)-এর যুগে আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক দিক থেকে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থাই কি এখনও বিদ্যমান? না, বরং তিনি (সা.) আসার পূর্বে যে অজ্ঞতা ছিল, সেই অজ্ঞতা এখন আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে। একারণেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মসীহ্ মওউদ ও মাহ্দী মা'হুদ-কে প্রেরণ করেছিলেন। এমন এক যুগ ছিল, যখন তৌহীদের জন্য মুসলমানরা জীবন দিয়েছে, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছে। ইসলামকে বিস্তৃত করেছে আর পৃথিবীতে এক উল্লেখযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন মুসলমানরা একত্ববাদের পরিবর্তে বিভিন্ন কবরে সিজদা করে। মৃতদের কাছে মানত বা আশা করে। এরা শির্ক-এ নিপতিত। **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** তো এখনও আছে, কিন্তু এখন তা আর কোন পরিবর্তন সাধন করে না। এর অন্যতম কারণ হল, এর মান্যকারীরা এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবগত নয়। এদের মুসলমান হওয়া শুধুমাত্র নাম কা ওয়াস্তে (নাম-সর্বস্ব)। এমনও অনেক আছে, যারা নিঃসন্দেহে পাঁচবেলা ইবাদতের বাহ্যিক স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে, নামায এবং আযানে তৌহীদের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তাদের আচরণ মুশরিক বা অংশীবাদীদের ন্যায়। **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫)**

অনেক শিক্ষিত লোক আছে, বরং পাকিস্তানে তো অনেক শিক্ষিত মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূতও আছে, যারা **পীরদের কাছে গিয়ে ধর্না দেয়** আর তাদের সাথে এমন আচরণ করে, যেন তাদেরকে পূজা করছে। তাদের অধিকাংশ তো নামাযই পড়ে না। তারা শুধু মনে করে, আহমদীদের কাফির

বললে এবং মৌলভীদের অনুসরণ করলেই তাদের মুসলমান হওয়ার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। **এরপর রয়েছে ইসলামের নামে উগ্রবাদী বিভিন্ন সংগঠন,** যারা জানে শুধুমাত্র একটি শব্দ 'জিহাদ' আর তাও ভুল অর্থে। কাউকে তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা, বিশ্ববাসীকে তারা ধর্ম এবং ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে।

অতএব এমন সময়ই হযরত **মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন আবশ্যক ছিল, যেন তিনি এক নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করেন।** আর তিনি সেই বিপ্লব সাধন করে দেখিয়েও দিয়েছেন। কুখ্যাত এক ডাকাত ছিল। অন্যান্য ছোট ছোট ডাকাত এবং চোরেরা তাকে বখরা দিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় লিখেন, তাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করত, তুমি মির্যা সাহেবের সত্যতার কোন নিদর্শন দেখেছ কী? তখন সে বলে, তুমি আর কী নিদর্শন চাও, আমি নিজেই তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার বাস্তব এক নিদর্শন। কেননা, তিনি (আ.) আমার সম্পূর্ণ জগতই পাল্টে দিয়েছেন। চোরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, আর ডাকাতিও ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন ইবাদতে রত হয়ে থাকি। **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৯)**

অতএব, এ যুগে তিনি (আ.) নতুন যমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি করেছেন। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের আমূল পরিবর্তন করে প্রমাণ করেছেন, এভাবে নতুন জগত ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর আমরা এর অনেক দৃষ্টান্তও দেখেছি। এসব নিদর্শন আমরা দেখেও থাকি, পড়েও থাকি, আর শুনেও থাকি। আমাদের জ্যেষ্ঠদের অবস্থা দেখে এবং তাদের কাছ থেকে তা শুনে নিজেদের ঈমানে আরও সতেজতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই কাশ্ফ বা দিব্য-দর্শনে নতুন ভূখণ্ড ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাঁর (আ.) জামা'তেরও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তাই এখন এটি দেখা প্রয়োজন, তাঁর (আ.) জামা'তের অংশ হয়ে, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করে নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টির জন্য আমরা কী চেষ্টা করছি?

সাহাবীগণ (রা.) ইসলামের যে প্রকৃত শিক্ষা ধারণ করেছেন এবং এর বহিঃপ্রকাশ করে নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করেছেন, আমরা কি সেই মান অর্জন করার চেষ্টা করছি? আমাদের নিজেদের মাঝে এতটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কি, যা দেখে লোকেরা বলে উঠবে, এরা তো সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। এরা তো নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেই ফেলেছে। তাই, আমরা যদি এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে নতুন যমিন এবং নতুন আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আমাদের নিজ সত্তা-ই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হওয়া উচিত। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর উপর আমল করার জন্য আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা প্রয়োজন। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও আমাদের মনোযোগ থাকা চাই। কেবল নীতিগতভাবে আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী

না হই, বরং আমাদের মাঝে যেন ব্যবহারিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। আর যেমনটি আমি বলেছি, মানুষ যেন বলতে পারে, এ যে দেখছি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে।

এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দু'ধরনের নিদর্শন রয়েছে।** প্রথমত, এমন কিছু বিষয় যা পূর্ণ করা একমাত্র খোদা তা'লার কাজ। আর দ্বিতীয়ত এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা পূর্ণ হবার ক্ষেত্রে আমাদেরও ভূমিকা আছে, অর্থাৎ আমাদের দ্বারা এবং আমাদের মাধ্যমে যা পূর্ণ হবে। আর সেগুলোকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন। জ্ঞানগত কিছু এমন বিষয় থাকে, যা কেবল নবীই বুঝতে পারেন। এমনটি যদি না-ই হয়, তাহলে নবীর প্রয়োজনই বা কী? চৌদ্দশ' বছর পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমনসব কথাই বলেছেন যা পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা তা জানত না বা এর সঠিক জ্ঞান রাখত না। যেমন সব ধর্মের সত্যতা।

তিনি (আ.) বলেছেন, মান্যবর বা নেতা সে-ই, যার লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি অনুসারী রয়েছে। আর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার অনুসারীরা যদি সেই নেতা বা মান্যবরের কাছ থেকে সুপথের সন্ধান লাভ করতে থাকে, তাহলে সত্য তার কাছে অবশ্যই আছে। পরবর্তীতে যদিও তার শিক্ষার মাঝে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে আর সেই ধর্ম তার মূল অবস্থায় বহাল থাকে নি, যেমন বৌদ্ধ, যরাথুস্ত, কৃষ্ণ। তারা নিজ নিজ যুগে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন এবং সত্য বাহক ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পূর্বে বড় বড় বুযুর্গরা যদিও অন্য জাতির জ্যেষ্ঠদের, তাদের ধর্মীয় নেতাদের মন্দ বলতেন না, তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশ্যই ছিল, আর যা-ই হোক নিশ্চিত ছিলেন না। আর প্রকৃত বিষয় কী তা-ও জানতেন না। কিন্তু, যারা নিজেদের নবীর বা ইমামের সঠিক শিক্ষা মেনে চলে তাদের অবস্থা অন্যদের তুলনায় উত্তম। তাদের শিক্ষার উপর যদি আমল করা হয়, তাহলে পৃথিবী অনেক শান্তিপূর্ণ হতে পারে, আর দৃশ্যমান এক পরিবর্তনও এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হতে পারে।

কিন্তু এর বিপরীতে কোন শিক্ষার মাধ্যমে যদি মন্দ প্রতিফল দেখা দেয়, তাহলে তা মন্দ হয়ে থাকে। অতীতের এসব নবীর শিক্ষা শয়তানের বিরুদ্ধে ছিল। আর এগুলো যদি শয়তানের শিক্ষা হত, তাহলে কেউ এর অনুসরণ করত না, আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি। এ বিষয়টি কুরআনে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু কেউ তা জানত না বা এভাবে সুস্পষ্ট করতে পারে নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা বলেছেন। যদিও আজ অন্যান্য মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির বিরোধী কিন্তু তারাই একথা বলে এবং এ কথা মানে যে, সব ধর্মের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের বড় একটি শিক্ষিত সমাজ অন্য ধর্মের লোকদের বলে, দেখ! আমাদের ধর্ম কত অনুপম যে, তোমাদের বুযুর্গদেরকেও খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত বলে স্বীকার করে। এরপর রয়েছে হযরত ইসা (আ.)-এর আকাশে যাওয়ার বিশ্বাস, এখন

অধিকাংশ মুসলমানের মাঝে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে এ বিশ্বাসও আর অবশিষ্ট নেই। **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭-৩১৮)**

এখনতো পাকিস্তানের আলেম-উলামাও বরং এ কথা বলা শুরু করেছে যে, এই সমস্যা এখন শেষ। কেউ আসবে না আর কেউ আকাশে যায় নি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের ফলে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন হয়েছে, এটিও নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ। এই নিদর্শন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টির দ্বিতীয় যে দিক রয়েছে অর্থাৎ কর্মগতভাবেও নতুন যমিন ও নতুন আকাশ যেন সৃষ্টি হয় তা আমাদেরকে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের পূর্ণ করতে হবে। এক নতুন আকাশ সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা আমাদের আকিদা বা বিশ্বাসে পরিবর্তন সৃষ্টির পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দীক্ষাও গ্রহণ করেছি। কিন্তু অপর দিকে নতুন পৃথিবী সৃষ্টির যে কথা রয়েছে সেখানে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ভূমিকা রয়েছে। কেবল উত্তম আকাশ হওয়া কোন কল্যাণ দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যমিনও নতুন এবং উত্তম না হবে। এজন্য যমিনও উত্তম হওয়া অপরিহার্য। তাই মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন, মু'মিনের হৃদয় মাটি বা যমিনের মত হয়ে থাকে। **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৯)**

তাই, আপনাদের হৃদয়কে কেবল আকিদা বা বিশ্বাসগত ভাবেই নয়, বরং কর্মের দিক থেকেও কল্যাণপ্রদ বানাতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন বলেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি। আল্লাহ্ তা'লা চান, আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের আমল বা কর্মকে উত্তম বানাই, আর আমরা স্বহস্তে পৃথিবীর সংশোধন করি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে রীতি-পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে একটি চাবিকাঠি দিয়ে গেছেন। এটি ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে দেখতে হবে, সত্যিকার অর্থেই আমরা এখন এ কাজ করছি কি? **(খুতবাতে মাহমুদঃ ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৮-৩১৯)**

তাই, পূর্বেও যেমনটি আমি বলেছি, আমরা **আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের কাজ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের কাজ করে থাকি, আমাদের বিষয়াদী** যদি খোদা তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে অকৃত্রিম হয়ে থাকে এবং এর মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নতুন জমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করছি। তাই, আমাদের নিজেদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

কতিপয় বিষয়ের প্রতি আমি মনোযোগও আকর্ষণ করে থাকি, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন। একটি মৌলিক বিষয় হল, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি নির্দেশ যেন আমাদের মাঝে পরিবর্তন সাধনকারী হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমাদের মাঝে এক নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করতে পারে এবং তা ধারণ করার মাধ্যমে এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকে এক নতুন যমিন ও নতুন

আকাশ সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং অন্যদেরকেও কল্যাণ পৌঁছাতে সক্ষম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আমি দেখতে পাচ্ছি, লোকদের অবস্থা এমনই হচ্ছে যে, তারা তদবীর করে ঠিকই কিন্তু দোয়ার ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, বরং বস্তুপূজা এতটাই বেড়ে গেছে যে, জাগতিক তদবীরকে খোদার আসনে বসান হয় আর দোয়া নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা হয় এবং দোয়াকে এক নিরর্থক জিনিস আখ্যা দেয়া হয়। ... এটি ভয়ংকর এক বিষ, যা পৃথিবীতে ছড়াচ্ছে। কিন্তু খোদা তা'লা এই বিষ মুক্ত করতে চান। আর এ লক্ষ্যেই তিনি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেন বিশ্ববাসী খোদা তা'লার মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে আর দোয়ার প্রকৃত মর্ম এবং এর প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারে।" **(মলফুযাত: ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৯)**

তাই প্রত্যেক আহমদীর এই উদ্দেশ্যকে নিজের দৃষ্টিতে রেখে চলা উচিত। একে সামনে রেখে **খোদা তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা উচিত**। তিনি (আ.) আরও বলেন, "বর্তমান যুগও আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যুগ। শয়তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শয়তান তার সকল অস্ত্র এবং ষড়যন্ত্রসহ ইসলামের দূর্গে হানা দিয়েছে। ইসলামকে সে পরাজিত করতে চায়। কিন্তু খোদা তা'লা এখন শয়তানের এই শেষ যুদ্ধে তাকে চিরদিনের জন্য পরাজিত-পরাভূত করতে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।" **(মলফুযাত: ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫)**

অতএব, এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিকতার নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি না করব ততক্ষণ এটি হতে পারে না। তিনি (আ.) এই যে বলেছেন, শয়তানকে পরাজিত করার জন্য এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন- এর মাধ্যমে তিনি (আ.) তাঁর সব অনুসারীর প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে শয়তানের মোকাবিলা করতে হবে। বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের অনন্য মান অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন,

"এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখবে, খোদা তা'লার দু'টি নির্দেশ রয়েছে। প্রথমত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সত্ত্বার ক্ষেত্রেও নয়, তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও নয় এবং ইবাদতের ক্ষেত্রেও নয়। আর দ্বিতীয়ত, মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। আর এহসান (বা অনুগ্রহ) দ্বারা এটা বুঝায় না যে, তা কেবল তোমার ভাইদের সাথে এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে কর, বরং তা যে কোন আদম সন্তান হোক বা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মাঝে যে কেউ হোক। এটি চিন্তা করবে না যে, সে হিন্দু বা খ্রিষ্টান। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ন্যায়বিচারের ভার স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন। তোমরা নিজেরা এ কাজ কর– তা তিনি চান না।" (অর্থাৎ তোমরা নিজেরা স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে না)। "যত বেশি নম্রতা অবলম্বন করবে আর যত বেশি বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'লা তত বেশি খুশী হবেন। নিজের শত্রুদেরকে তোমরা খোদার হাতে সোপর্দ করে দাও।" **(মলফুযাত: ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪-১৬৫)**

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের সকল অধিকার প্রদান করতে পারি। আমাদের বিশ্বাস এবং আমলের দিক থেকেও আমরা যেন ঠিক তদ্রূপ হতে পারি, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বানাতে চেয়েছেন। আমাদের যমিনও যেন নতুন হয়, আর আমাদের আকাশও যেন নতুন হয়ে যায়। আর আমরা যেন সেই মানুষ হতে পারি, যারা নতুন যমিন ও নতুন আকাশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকেও সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আর এখানে আগমনকারীরা যেন অগণিত কল্যাণরাজি লাভ করতে পারে। জলসার অনুষ্ঠান আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আর সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করুন। সব বক্তৃতা এবং প্রোগ্রামই অনেক ভাল হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালঃ ২৬ জুন ২০১৫-০২ জুলাই ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা-২৬ পৃ. ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।